মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

নম্বর- ৩৭.১১.৪০৪১.৪৪১.০০.০০১.২০.০০১ তারিখ: ২৭/০২/২০২০ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

ই-ফাইলের নতুন ভার্সন চালুকরণ

এ বোর্ডের আওতাধীন সকল কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ঘোষিত মুজিববর্ষের প্রাক্কালে আগামী ০১ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে ই-অফিস ম্যানেজমেন্টের অনলাইন আবেদনের জন্য নতুন ভার্সন চালু হবে। আগের লিংক থেকেই অর্থাৎ যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের E-Office Management প্যানেলে প্রবেশ করে নতুন ভার্সনে আবেদন দাখিল, সংশোধন, সোনালী সেবার রসিদ প্রিন্ট, সর্বশেষ অবস্থা দেখা এবং নিষ্পত্তিপত্র ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনের অনলাইন নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ যথাযথভাবে নতুন ভার্সনে আবেদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। আবেদন দাখিলের পর অটোজেনারেটেড সোনালী সেবা প্রিন্ট করে সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় আবেদন ফি জমা দেয়া যাবে।

নতুন ভার্সনে আবেদন করতে কোন সমস্যা হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে বলা হলো।

২৭/০২/২০২০

(কে এম রব্বানী)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
ফোন: ০৪২১-৮৬৩৮৬
e-mail: ic@jessoreboard.gov.bd

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ই-অফিস ম্যানেজমেন্টর নতুন ভার্সন চালু হলো

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তার অধিক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানে ডিজিটালাইজেশনের বিষয়ে সর্বদাই# অগ্রগামী থেকেছে। উল্লেখযোগ্য ই-সেবার মধ্যে রয়েছে নাম এবং বয়স সংশোধন , প্রশ্ন ব্যাংক, বিল পেমেন্ট, ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (e-TC), যশোর বোর্ড থেকে বহির্গামী শিক্ষার্থীদের ইলেকট্রনিক বোর্ড ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (e-BTC), বিষয়/শাখা পরিবর্তন, শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, #ভর্তি বাতিল এবং কলেজ এবং বিদ্যালয়ের অনুমোদন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে আসছে। গুরুতর কোন ভুল না করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী অথবা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি বোর্ডে আসার আর কোনো প্রয়োজন হয় না।#
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোর বর্তমানে তার ডিজিটাল কার্যক্রম অধিকতর আধুনিকায়নে এবং রিয়েল টাইম সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে চলমান অনলাইন কার্যক্রম উন্নতর, এবং ইউজার বান্ধব করার জন্য সফটওয়ার আপডেটে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বর্তমানে প্রচলিত ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। প্রচলিত সফটওয়্যারে যে সীমাবদ্ধতাগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে তার নিরসন করা হয়েছে।
১। নতুন ভার্সানের ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারে প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাকটিভ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবেদনকালে, আবেদন নিষ্পত্তি লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন থাকার সময়ে এবং নিষ্পত্তি পত্র জারির ক্ষেত্রে প্রতি ধাপে স্বয়ংক্রিয় ভাবে এসএমএস এবং ইমেইল যোগে সেবা গ্রহীতাকে তথ্য জানানো হবে।

২। আবেদন অনলাইনে নিষ্পত্তির পরে নিষ্পত্তি পত্র কম্পিউটারে কম্পোজ করে, ম্যানুয়ালি স্বাক্ষর করে তারপর স্ক্যান করে আপলোড করা হতো। ফলে অনলাইনে আবেদন নিষ্পত্তির পরেও অনেকটা সময়ক্ষেপন হত নিষ্পত্তি পত্র প্রাপ্তির জন্য। অনেক সময় কম্পোজ জনিত কিছু ভুলও থেকে যেত। নতুন ভার্সনের সফটওয়্যারটিতে নিষ্পত্তির পর#স্বয়ংক্রিয়ভাবে পত্র জারি হয়ে যাবে এবং আবেদনের লিংকে, ইমেইলে, ওয়েবসাইটে সরাসরি পোস্টিং/আপলোড হয়ে যাবে। ফলে নিষ্পত্তি কার্যক্রম অধিকতর দ্রুততার সাথে শেষ হবে। একই সাথে অফিসের অনেক শ্রমঘণ্টা সাশ্রয় হবে।

৩। কোন আবেদন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় থাকার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে স্থানান্তর হয়ে যাবে এবং বিভাগীয় প্রধান এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে নোটিফিকেশন এসএমএস যাবে। ফলে ছুটিজনিত বা অবহেলা জনিত কোন কারণে কোন ফাইল কোথাও আটকে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৪। প্রতিষ্ঠানের পর্যায় থেকে অনলাইনে আবেদন করার সময়#প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে একই#তথ্য বারবার দিতে হয়। এখন থেকে সকল কলেজের প্রয়োজনীয় তথ্য কলেজভিত্তিক একটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে যেন আবেদন করার সময় ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যাবে। পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ডেটাবেজ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ কর হয়ে যাবে।#তার ফলে আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপস্থাপিত তথ্য যাচাই করতে অনেক কম সময় প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে আবেদন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের খুবই সীমিত তথ্য প্রদান করতে হবে। ফলে আবেদনের জন্য সময় কম লাগবে এবং অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত কোন কোন ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হবার কোন সুযোগ থাকবে না।

৫। সেবা গ্রহিতাকে আগে সোনালী সেবার রসিদ প্রিন্ট করার জন্য আলাদাভাবে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে হতো। নতুন ভার্সনে আবেদন সাবমিটের পর সংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত ফি সম্বলিত সোনালী সেবার রসিদ তৈরি হয়ে যাবে, শুধু প্রিন্ট করে নিলেই চলবে। ফলে কাজের ধাপ কমবে এবং সময় সাশ্রয় হবে।

৬। আবেদনের জন্য পূর্বের মতই যশোর শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটের "Our Services" প্যানেল থেকে E-Office Management মেনুতে ক্লিক করলেই নতুন ভার্সনে আবেদন দাখিল করার পেজ পাওয়া যাবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে অল্প কিছু তথ্যফিল্ড পূরণ করে আবেদন দাখিল করা যাবে। আবেদন

দাখিলের পর সেখান থেকেই সোনালী সেবার রসিদ প্রিন্ট করতে হবে এবং সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় টাকা জমা দেয়া যাবে। একই প্যানেলে আবেদনের গতিবিধি জানা যাবে এবং আবেদন নিষ্পত্তির পর সয়ংক্রিয়ভাবে জারিকৃত পত্র প্রিন্ট করা যাবে।

৭। সফটওয়ার আপডেটের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সফটওয়্যার ডেভেলপ করার শতভাগ কাজ যশোর বোর্ডের নিজস্ব জনবল সম্পন্ন করেছে। বিগত দুই মাস ধরে বিদ্যালয় বিভাগ, কলেজ বিভাগ এবং কম্পিউটার বিভাগ সমন্বিতভাবে সফটওয়ারটি আধুনিকায়ন করেছেন।#

৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নে যশোর বোর্ডের এই কার্যক্রম একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মার্চ মাস বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মাস। মার্চ মাস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের মাস। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বিশ্বব্যাপী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। ইতোমধ্যে ১৭ ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৬ মার্চ, ২০২১ বর্ষকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। যশোর বোর্ডের প্রযুক্তি বান্ধব চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোল্লা আমীর হোসেন-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দিকনির্দেশনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ঘোষিত মুজিববর্ষে প্রাক্কালে ২০২০ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিনেই ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট এর ইউজার বান্ধব নতুন ভার্সন চালু করা হলো। এর ফলে আবেদন নিষ্পত্তি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি বোর্ডে এসে কাজ করার কোন প্রয়োজন হবে না। সেবাগ্রহীতার এবং শিক্ষা বোর্ড উভয়ের কাজের ধাপ, সময় এবং ব্যয় সাশ্রয় হবে।

- নতুন ভার্সানের ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রায় সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাকটিভ। আবেদনকালে, আবেদন নিষ্পত্তি লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন থাকার সময়ে এবং নিষ্পত্তি পত্র জারির ক্ষেত্রে প্রতি ধাপে স্বয়ংক্রিয় ভাবে এসএমএস এবং ইমেইল যোগে সেবা গ্রহীতাকে তথ্য জানানো হবে।
- নতুন ভার্সনে আবেদন নিষ্পত্তির পর# স্বয়ংক্রিয়ভাবে পত্র জারি হয়ে যাবে এবং আবেদনের লিংকে, ইমেইলে, ওয়েবসাইটে সরাসরি পোস্টিং/আপলোড হয়ে যাবে। ফলে নিষ্পত্তি কার্যক্রম অধিকতর দ্রুততার সাথে শেষ হবে। একই সাথে অফিসের অনেক শ্রমঘণ্টা সাশ্রয় হবে।
- অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় থাকার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে স্থানান্তর হয়ে যাবে এবং বিভাগীয় প্রধান এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে নোটিফিকেশন এসএমএস যাবে। ফলে ছুটিজনিত বা অবহেলা জনিত কোন কারণে কোন ফাইল কোথাও আটকে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক একটি ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে যেন আবেদন করার সময় ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যাবে। তার ফলে আবেদন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের খুবই সীমিত তথ্য প্রদান করতে হবে এবং নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপস্থাপিত তথ্য যাচাই করতে অনেক কম সময় প্রয়োজন হবে। অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত কোন কোন ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হবার কোন সুযোগ থাকবে না।
- নতুন ভার্সনে আবেদন সাবমিটের পর সংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত ফি সম্বলিত সোনালী সেবার রসিদ তৈরি হয়ে যাবে, শুধু প্রিন্ট করে নিলেই চলবে। ফলে কাজের ধাপ কমবে এবং সময় সাশ্রয় হবে।
- আবেদনের জন্য পূর্বের মতই যশোর শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের "Our Services" প্যানেল থেকে E-Office Management মেনুতে ক্লিক করলেই নতুন ভার্সনে আবেদন দাখিল করার পেজ পাওয়া যাবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করলে অল্প কিছু তথ্যফিল্ড পূরণ করে আবেদন দাখিল করা যাবে। আবেদন দাখিলের পর সেখান থেকেই সোনালী সেবার রসিদ প্রিন্ট করতে হবে এবং সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় টাকা জমা দেয়া যাবে। একই প্যানেলে আবেদনের গতিবিধি জানা যাবে এবং আবেদন নিষ্পত্তির পর সয়ংক্রিয়ভাবে জারিকৃত পত্র প্রিন্ট করা যাবে।